SEM VI (HONS)

DSE PAPER – III

History of Modern East Asia-I (1840–1919)

**Q:** টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস :—

(Feudal Society and Government of the Tokugawa Shogunate) :-

**Ans:**- জাপানের টোকুগাওয়া যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বাকুহান বলা হয়। বাকু হল বাকুফুর একটি সংক্ষিপ্তসার, যার অর্থ 'সামরিক সরকার', এটি মূলতঃ শোগুনকেই বোঝায়। হান হল ডাইমিওদের জমিদারী। সামন্তরা প্রচুর জমির মালিক ছিলেন এবং শোগুনকে তাদের সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেন। বাকুহান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শোগুনতন্ত্র এবং প্রদেশের ক্ষমতার মধ্যে বিভাজন লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিটি প্রদেশের পৃথক সার্বভৌমত্ব ছিল এবং শোগুনের আনুগত্য দেখানোর পরিবর্তে স্বাধীন প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করত। শোগুন এবং সমস্ত সামন্ত প্রভুরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ডাইমিও। সরকারের প্রতিটি স্তরে নিজস্ব কর্তৃত্ব ছিল। রাজার হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না, সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল শোগুনদের হাতে। শোগুনরা কোন অঞ্চল অধিকার, বিলুপ্ত এবং পরিবর্তন করতে পারত।

সম্রাটের রাজনৈতিক উপাধি নির্বিশেষে টোকুগাওয়া পরিবারের শোগুনরা জাপানকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। শোগুন নিয়োগ সম্রাটের প্রয়োজনে থাকলেও কার্যের কোন বিষয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল না। প্রতিটি প্রদেশের (হান) কর্তৃত্ব ছিল শোগুনদের নিয়ন্ত্রণে। হান দের নিয়ন্ত্রণ করার সবচেয়ে মুখ্য বিষয় ছিল সানকিন-কোটাই ব্যবস্থা অথবা এডোতে বিকল্প বাসস্থান ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে প্রত্যেক ডাইমিওদের দুই বা তিন বছর নির্দিষ্টভাবে এডোতে থাকতে হবে। যদি কোন ডাইমিও অন্য প্রদেশে চলে যেতেন তবে তার পরিবারকে এডোতেই থেকে যেতে হত।

দ্বাদশ থেকে ঊনিশ শতকের মধ্যে জাপানে এক বিস্তৃত চার স্তরের শ্রেণীবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল। টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের অধীনে জাপানের এই সমাজ ব্যবস্থাকে এডো সমাজব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে।

এই সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যেখানে কঠোর সামাজিক স্তরবিন্যাস, রীতিনীতি এবং নিয়মকানুন মেনে চলা হত। বংশানুক্রমিক চারটি পেশার উপর ভিত্তি করে জাপানের জনগণকে বিভক্ত করা হয়েছিল। সম্রাট-এর কোন ক্ষমতা ছিল না, বরং শোগুন, ডাইমিয়ো, সামুরাই — এরাই শাসন পরিচালনা করতেন।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের সবচেয়ে উপরে ছিলেন জাপানের সম্রাট। যদিও সম্রাট ছিলেন শুধুমাত্র নামেই শাসক। সম্রাটের রাজধানী ছিল কিয়োটো শহরে। সম্রাটের পরের স্তরে ছিলেন রাজসভার উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় বা কুগে। সম্রাটের মতই এরাও উচ্চ পদাধিকারী সম্প্রদায় হলেও এদের ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল অতি সামান্য। এরপরের স্থানে ছিল শোগুনদের। এরাই ছিল রাষ্ট্রীয় সরকার ও আইনের ধারক-বাহক। এরাই ছিল জাপানের রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল। শোগুন পদটি বংশানুক্রমিক ছিল এবং টোকুগাওয়া বংশের উত্তরাধিকারীরাই এই পদ পেতেন। টোকুগাওয়াদের রাজধানী এডো থেকেই শোগুনরা তাদের সরকার বাকুফু-র মাধ্যমে জাপানের প্রশাসনিক ক্ষমতা পরিচালনা করতেন। শোগুনতন্ত্রের চতুর্থ স্তরে ছিল ডাইমিয়ো। এরা ছিলেন মূলতঃ সামন্তপ্রভু এবং অতি উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ডাইমিয়োদের অধীনস্থ বিশাল প্রাদেশিক অঞ্চল ছিল, যা হান নামে পরিচিত। ডাইমিয়োরা শিনপান (টোকুগাওয়ার আত্মীয়স্বজন), ফুদাই ডাইমিয়ো, যারা টোকুগাওয়া প্রশাসনের পদকে পরিপূর্ণ করেছিল এবং তোজামা ডাইমিয়ো (যাদের সেকিগাহারার যুদ্ধের পর টোকুগাওয়াদের সমর্পন করা হয়েছিল) — ভাগে বিভক্ত ছিল।

টোকুগাওয়া সরকার এক চার-স্তর বিশিষ্ট সামাজিক স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করেছিল। এটি শিনোকোশো নামে পরিচিত এবং এর ফলে দেশ স্থিতিশীল হয়। এই চারটি স্তর মূলত: চীন থেকে জাপানে ছড়িয়ে পড়া কনফুসীয় মতাদর্শের

ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। এই স্তরবিন্যাসে জাপানী সমাজের আ-সম্ভ্রান্ত অভিজাতশ্রেণী সামুরাই, কৃষক, কারিগর এবং ব্যবসায়ীর সমন্বয় গঠিত হয়েছিল। সামুরাইরা সমাজের সবচেয়ে উচ্চস্থানে ছিলেন কারণ তারা শাসকদের কাছে এক উচ্চ নৈতিক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

সামুরাই :- সামুরাই ছিল জাপানের অতীতের যোদ্ধা শ্রেণীর এবং তোকুগাওয়া-এর স্তরের প্রথম শ্রেণী। জনসংখ্যার ৭-৮% ছিল সামুরাই এবং সৈনিক হিসাবে কাজ করত এবং তারা সর্দার-যোদ্ধার সঙ্গে সামন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। অন্যান্য শ্রেণীগুলি তাচি বা কাতানার মতো দীর্ঘ তরোয়াল রাখা নিষিদ্ধ ছিল এবং একটি দীর্ঘ তরোয়াল এবং একটি [illegible] ছোট তরোয়াল সামুরাইদের প্রতীক হয়ে ওঠে। সামুরাইরা যুদ্ধের থেকেও শৈল্পিক ব্যবহারেই তাদের লড়াইয়ের দক্ষতাকে অধিক নির্ধারিত রেখেছিল। তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে উপবৃত্তি পেত। কিন্তু তারা নিজেরা কোন জমি কেনার অধিকারী ছিল না। সামুরাইরা তাদের সামন্ত প্রভুর দাইমিয়োর দুর্গের আশেপাশে এক সমৃদ্ধ শহর তৈরী করে বসবাস করত। সামুরাইদের মধ্যেও স্তরবিন্যাস ছিল। উচ্চ স্তরের সামুরাই সরাসরি দাইমিয়োকে প্রবেশাধিকার পেত ও নির্ভরযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত হত। মধ্যস্তরের সামুরাই সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। এবং প্রয়োজনে দাইমিয়োর সাথে যোগাযোগ রাখত। নিম্ন স্তরের সামুরাইকে জীবিকা নির্বাহের মজুরি হিসাবে সামান্য বেতন দেওয়া হত এবং রক্ষী, [illegible] দূত, এবং কেরানী হিসাবে কাজ করত।

কৃষক :- কৃষকরা (হিয়াকুশো) ছিল এই শ্রেণী বিন্যাসের দ্বিতীয় স্তরে এবং সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে প্রথম স্তর।

তোকুগাওয়া কৃষকদের সম্মান করত, কারণ তারা খাদ্য উৎপাদন করত। কনফুসীয় দর্শন অনুসারে কৃষিক্ষেত্র ছাড়া সমাজ বাঁচতে পারে না। এই কৃষকরা সাধারণতঃ গ্রামেই থাকত এবং গ্রাম থেকে সাধারণতঃ বাইরে যেত না। গ্রামের সামাজিক বন্ধনের জন্য নানা উৎসব পালিত হত। কৃষক জমির মালিক হলেও জমির ওপর কর চাপানো [illegible] ক্ষমতা ছিল দাইমিয়োর। কৃষকরা প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে এই করের বোঝা মেটাত। যে কৃষক পরিবার বেশি ধনশালী ছিল এবং বেশি কর দিত তারা গ্রামের কোন রাজনৈতিক বিষয়ে অধিক ক্ষমতা লাভ করত। দুর্যোগের সময় গ্রামের সকলে একত্রে মোকাবিলা করে। তৃতীয় শোগুন, তোকুগাওয়া ইমিৎসু র জেনরোকুতে কৃষকেরা

তাদের উৎপাদিত ধানের অংশ খাদ্য হিসাবে পেত না। তাদের ফসলের সবটাই ডাইম্যোর হাতে তুলে দিতে হত এবং তারপর দানের রূপে কিছু ফেরত পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হত।

কারিগর:- এরা টোকুগাওয়া সমাজের সপ্তম ও সাধারণ শ্রেণীর দ্বিতীয় স্তরে ছিল। এরা সাধারণতঃ শহরে বাস করতেন। এরা পোশাক, বাসনপত্র সামুরাইদের অস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করতে এবং শহরে নিজেদের পৃথক স্থানে বসবাস করতেন।

ব্যবসায়ী:- বণিকেরা টোকুগাওয়া সমাজে অষ্টম ও সাধারণ শ্রেণীর তৃতীয় স্তরে ছিল। এরা যেহেতু উৎপাদক ছিলেন না, তাই নিম্ন স্তরে ছিলেন। নিষ্পত্তি স্থিতির কারণে বণিকেরা স্থানীয় ও আঞ্চলিক পণ্য ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছিল। এরা ও তাদের নিজস্ব বেষ্টনীর মধ্যে শহরে বাস করতেন। এডোর সময়কালে বণিকেরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এর ফলে বণিকেরা সামুরাইদের মত নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দেখাতে চায়, যদিও আইন তাদের প্রতিহত করেছিল।

টোকুগাওয়া সামাজিক স্তরের বাইরের ও বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল, এদের মধ্যে অস্পৃশ্য, বুরাকুমিন (জল্লাদ, কসাই, ইত্যাদি), জাতিগত সংখ্যালঘু উল্লেখ্য।

পরবর্তীকালে মেইজি পুনরুদ্ধারের ফলে সম্রাটের ক্ষমতা ফিরে আসে এবং শোগুনতন্ত্রের সমাপ্তি হয়। সামুরাইদের পরিসমাপ্তি হয় এবং এক নতুন সামাজিক শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটে। এর সাথে সাথে এই সামাজিক স্তর বিন্যাসের ও সমাপ্তি হয়।